কলম্বাসের কীর্তিকলাপ
সুযোগ বন্দোপাধ্যায়
WBLL 288

সুযোগ বন্দোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ হাসির কমিক্স

কলম্বাসের কীর্তিকলাপ

কাহিনি ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়
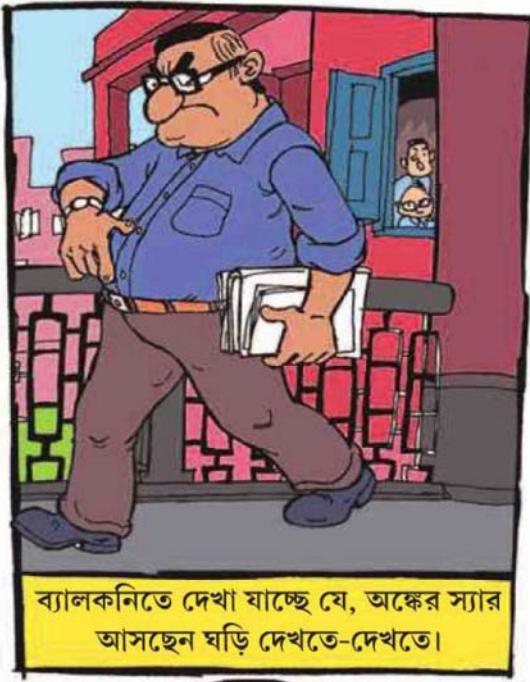
ব্যালকনিতে দেখা যাচ্ছে যে, অঙ্কের স্যার আসছেন ঘড়ি দেখতে-দেখতে।
সেই গোমড়ামুখো স্যারটাই আসছেন এদিকে।
কী ভাবছিস রে কলম্বাস?
এই স্যারকে কেউ কোনওদিন হাসতে দেখেছিল? একটা ফোটো তুলিস তো।
কোনও রকম হল্লা নয়, এক-এক করে নাম ডাকব, এক-এক করে আসবে।
বেশির ভাগই ভুল হয়েছে দেখছি।
অঙ্কের নম্বর দেখে অনেকেরই চোখ ছানাবড়া।
আমার ভাবতে লজ্জা করছে যে, কেউ-কেউ অঙ্কে ৪২ পায়।
ডিসগাস্টিং! উফ!!

তিরস্কারের সারমর্মটা কিছু বুঝলে ?? মানেটা বুঝলে ? অ্যাঁ ?
হ্যাঁ স্যার, আপনি খুব লাজুক !
তুমি চোখের সামনে থেকে দূর হও তো, যত্তসব...
যা ব্বাবা ! স্যার রেগে গেলেন। কিন্তু কেন ?
হঠাৎ-হঠাৎ যারা লজ্জা পায় তাদের লাজুকই তো বলে। যা ব্বাবা, ভুল বললাম ?
কলম্বাস ভাবতে বসল ব্যাপারটা কী !
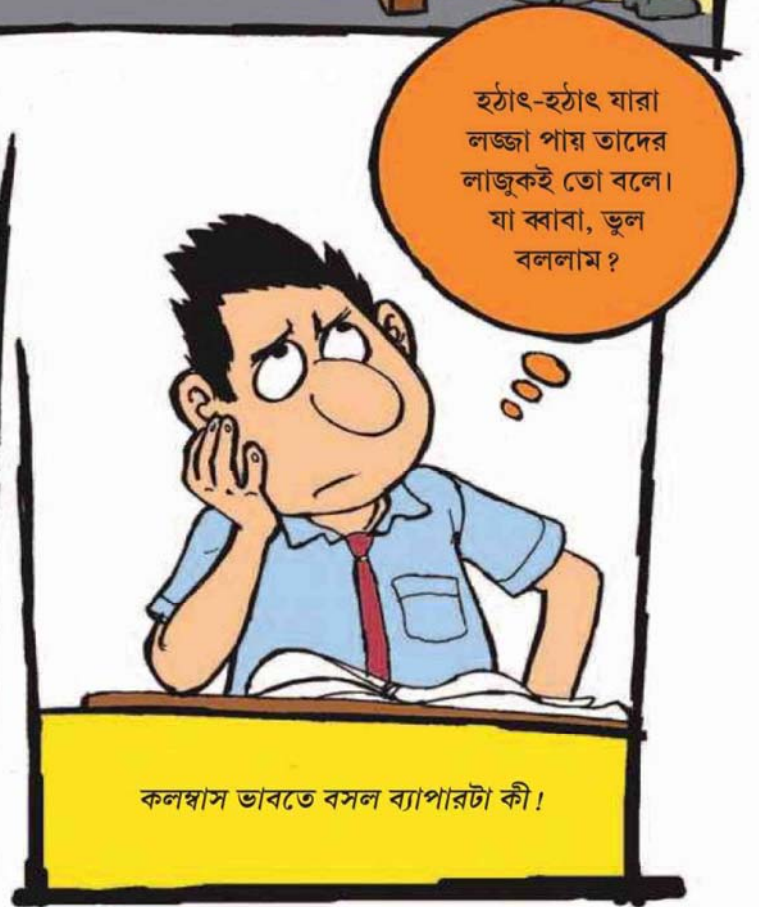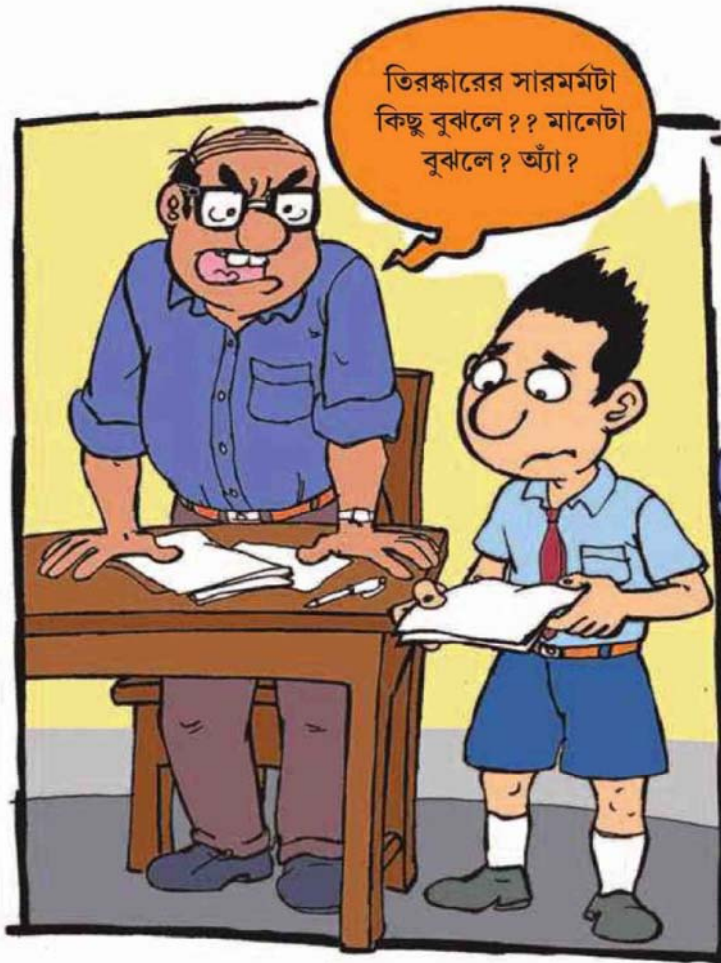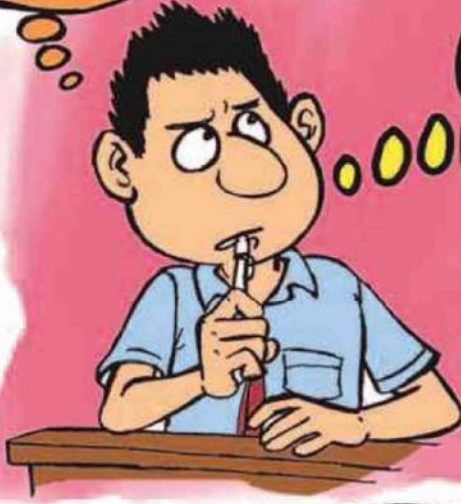
এই তো সেদিন, তিতিরের সুখ্যাতি করছিল মা, লাজুক বলে।
তিতির তোমার মতো মুখে-মুখে তর্ক করে না, অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, লাজুক...
তিতির ন্যাকা।
তুই আমার কাজে লাগবি!
কেন? ঠিক বুঝলাম না...
কৌস্তুভ কলম্বাসের চেয়ে পাঁচ নম্বর বেশি পেয়েছে।
হে হে, তোর কথা, তোর নম্বরটা আমি বাড়িতে বলতে পারব, তুই পারবি না।
পাঁচ নম্বর বেশি পেয়ে হাসি আর ধরছে না! হুঁঃ!

বুঝলি তো কলম্বাস, আমি অঙ্কে ৫৭ পেয়েছি।
ওফ! একটু কম পেতে পারলি না, জঘন্য!
ওফ! আরও মুশকিল, তিতিরও আমার চেয়ে পনেরো নম্বর বেশি পেয়েছে।
ও তো চিরকালই বেশি নম্বর পায়, তাতে হলটা কী?
বাজে বোকো না তো! নিজেও তো খুব ভাল নম্বর পাওনি।
বরং বাড়িতে বকুনি খাওয়াটা কী করে ঠেকানো যায় সেটা ভাবো!
তা বটে।

কলম্বাস আর কৌস্তভ, তাড়াতাড়ি, এমন ভাবে হাঁটছ যেন বিকেলবেলায় বেড়াতে বেরিয়েছ।
SCHOOL BUS
BANK
কলম্বাসের মুখটা দ্যাখো, যেন ওই স্কুলের হেডমাস্টারমশাই।
বড় হয়ে হেডমাস্টার হতে হবে। অঙ্কটা তুলে দেব।
SCHOOL
বাস ছেড়ে দিয়েছে।
শোন, খাতা যে বেরিয়েছে সেটা ক'দিন বাড়িতে বলিস না।
তারপর? জানাতে তো হবেই বাবা। তখন?
ক'দিন খুব লেখাপড়া কর, সময়মতো খেলার মাঠ থেকে ফিরতে হবে। তারপর খাতাটা দিনকয়েক বাদে দেখাবি।
এইভাবে চলতে-চলতে ক'দিন বাদে যদি খাতাটা দেখাস...
তবে বকুনিটা একটু কম হবে মনে হয়।
কলম্বাস মূল্যবান পরামর্শ দিচ্ছে বন্ধুকে।

আমার ঘড়িটা পরে খেলতে যাব? সময়মতো ফিরতে হবে তো?
মাঠে নিয়ে গিয়ে ঘড়িটা হারাবে! একদম না। পড়ার ইচ্ছে থাকলে এমনই সময়ে ফিরবে।
বুবাই, সন্তু ওরাও তো মাঠে ঘড়ি পরে যায়।
কতবার বলেছি না, অন্যের সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মতো চলতে শেখো।
তা হলে পরীক্ষার নম্বর নিয়ে কেন অন্য লোকের সঙ্গে তুলনা করবে? যত্তসব...
কলম্বাস খেলতে চলল।
যাই হোক, সন্ধে হতে না-হতেই কলম্বাস পড়ার টেবিলে পড়তে বসে পড়েছে।

বাবার গাড়ির শব্দ। আমাকে পড়তে দেখতে পাবে!
কলম্বাসের বাবারও চোখ ছানাবড়া।
কলম্বাস এত তাড়াতাড়ি পড়তে বসেছে! জোর করে বসালে?
না নিজের থেকেই বসেছে।
বাবা, সূর্য কোন দিকে অস্ত গেল? পুবে?
থাক, তবে যদি ছেলেটার মতি ফেরে, সে তো ভাল কথা!
আমার সম্পর্কে ¥দু'-একটা ভাল কথা নিশ্চয়ই হচ্ছে, শুনতে হবে!

নিজের সুখ্যাতি শুনতে দারুণ লাগে!

অফিসে বস অনর্থক আমাকে হেনস্তা করেছে।

সত্যিই লোকটা মহা পাজি!

রিং রিং রিং
হ্যালো, কে বলছেন? কলম্বাস স্পিকিং...
আমি তিতিরের মা বলছি। তোর মাকে একটু দে তো।
ওফ, ফোন করার আর দিন পেল না। যদি অঙ্কখাতার কথা বলে দেয়!
নাঃ, ব্যাপারটা সামলাতে হবে।
হ্যালো, কলম্বাস? কী হল, চুপ করে গেলি?
মা তো বাড়িতে নেই!
!?

কাকে মিথ্যে বললি অ্যাঁ? কাকে? কেন?
কাকিমা! কাকিমা! তিতিরের মা। তুমি বাবার সঙ্গে কথা বলছ বলে বললাম।
আমি পরে বলতাম যে, কাকিমা ফোন করেছে।
ভাল আছেন? আজকে ওদের অঙ্কের খাতা বেরিয়েছে।
তাই নাকি? তা কেমন করেছে তিতির? বাঃ, ভালই।
তিতিরের কাছে শুনলাম, কলম্বাসটা এত কম পেয়েছে, শুনে চিন্তায় ফোন করলাম।
মাকে কী সব বলছে কাকিমা। কে জানে, অঙ্ক খাতা নিয়ে?

ভাবুন তো, অঙ্কের খাতা বেরিয়েছে কলম্বাস আমাকে বলেইনি।
বারোটা বাজিয়ে দিল। সব শেষ।
তুমি কালই ওদের ম্যাথস টিচারের সঙ্গে দেখা করো।
ছি ছি! অন্য লোকের মুখ থেকে শুনতে হচ্ছে যে, আপনার ছেলে অঙ্কে ৪২। বাড়িতে বলোনি কেন?
তিতিরের মা একেবারে যা তা। নিজের মেয়ে অঙ্কে বেশি পেয়েছে ভাল কথা। তা বলে অন্য লোকের ছেলেকে কেন ডিসটার্ব করা?

কাল টিচারের কাছে গিয়েও একগাদা নিন্দে শুনতে হবে।
পরদিন।
নটবরদা, আজ মায়ের সঙ্গে স্কুলে যাব।
মায়ের সঙ্গে কলম্বাস চলেছে...
আগে স্কুলের পাশে ব্যাঙ্কে যাব। তারপর স্কুল।
ওফ, কবে যে বড় হব! কেউ বকবে না। ধুস...
বকুনি খেতে-খেতে ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে।
বন্দুকগুলো চেক করে নাও।
ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে মুখোশ পরবে।

খুব সাবধানে যা করার করবে।
আমি নামব?
বারণ করলে তুমি শুনবে?
অবাধ্যতা তোমার হাড়ে-মজ্জায় মিশে গিয়েছে।
এখানে চুপ করে দাঁড়াও।
এই লোকটা ঢুলছে। কই, ওকে তো কেউ বকছে না।
স্কুলবাসের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাও।

একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে রয়েছে।
তো কী? তোমার যা কাজ তাই করো। সিকিউরিটিটাকে...
বন্দুক দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে চলে যাবে।
ব্যাঙ্কের সামনে কী চাই খোকা? স্কুলের তো ঘণ্টা পড়ে গেল, যাও।
!?
এই যে চাঁদু, ব্যাঙ্কের ভিতরে চল। আর যতক্ষণ না বলব, ততক্ষণ কাউকে ঢুকতে দিবি না।
ওরে বাবা! লোকটার হাতে বন্দুক!

বাধা দিলেই গুলি ছুটবে। কুইক!
ব্যাঙ্কের ভিতর লুঠতরাজ চলছে...
COUNTER-2
CAR LOAN
বাচ্চাটা কোথায় ভিতরে?
না, ধমক খেয়ে পালিয়েছে। না হলে মেরে দিতাম।
ওরা কি কলম্বাসের কথা বলছে?
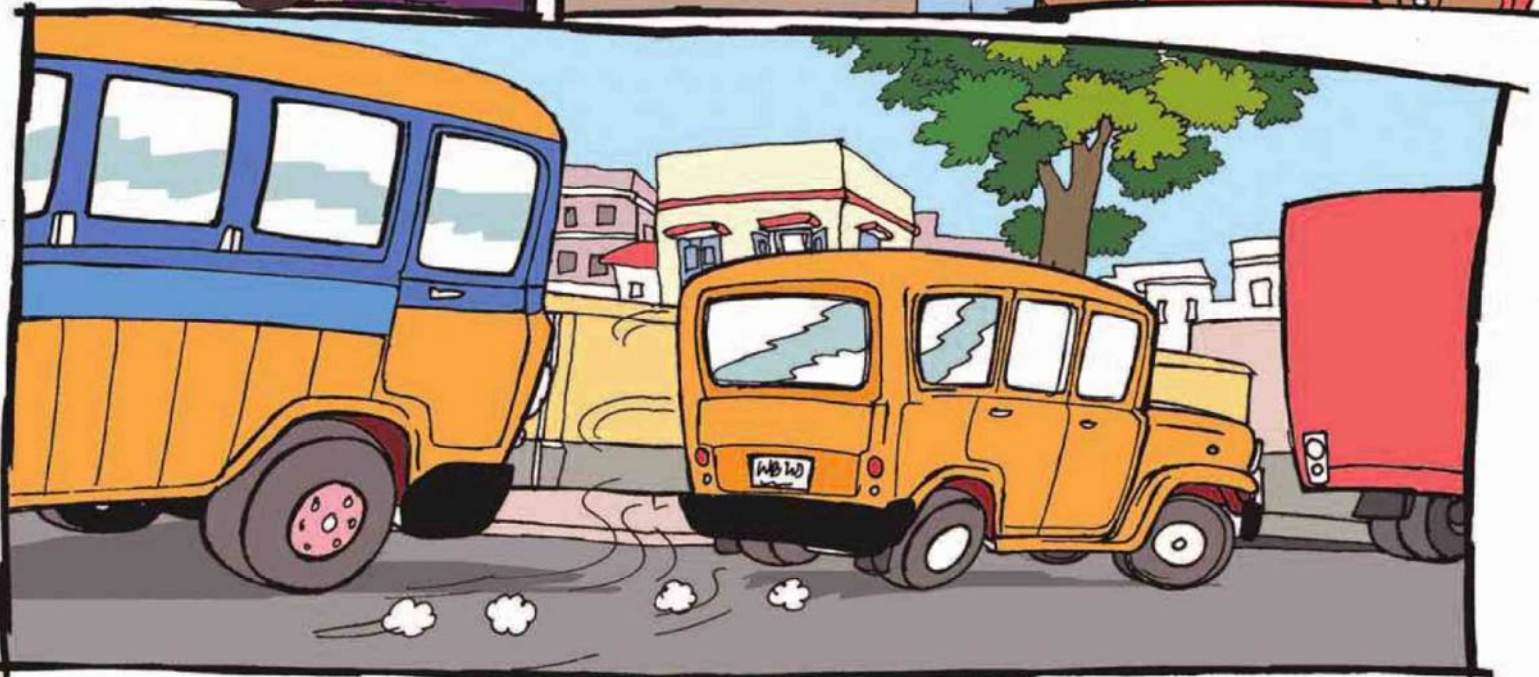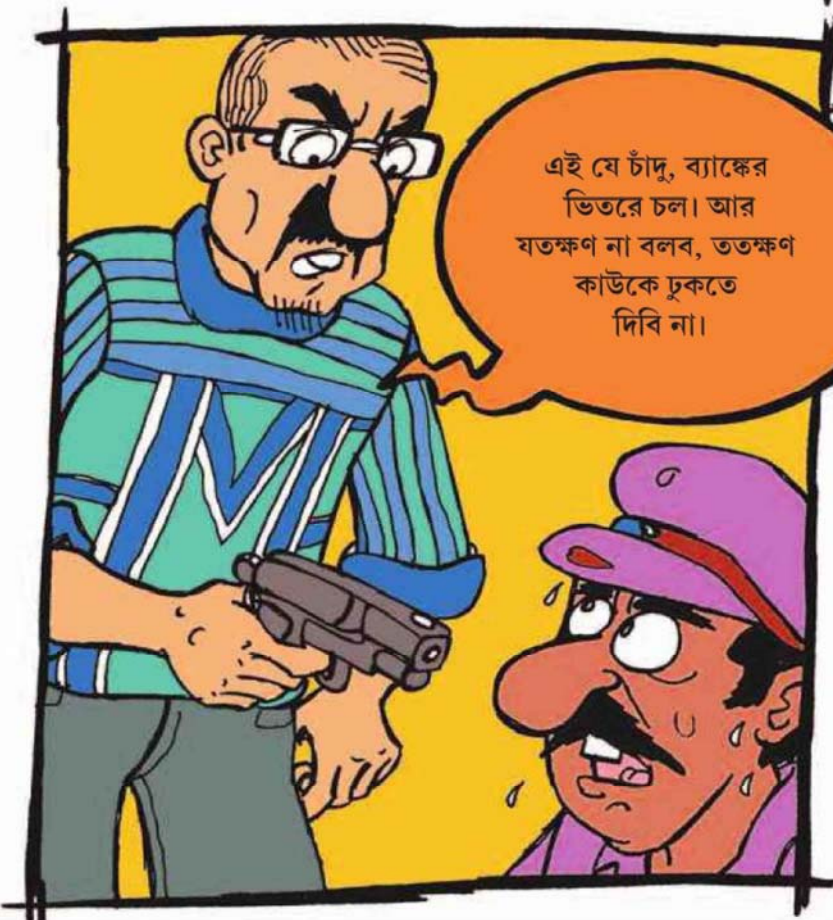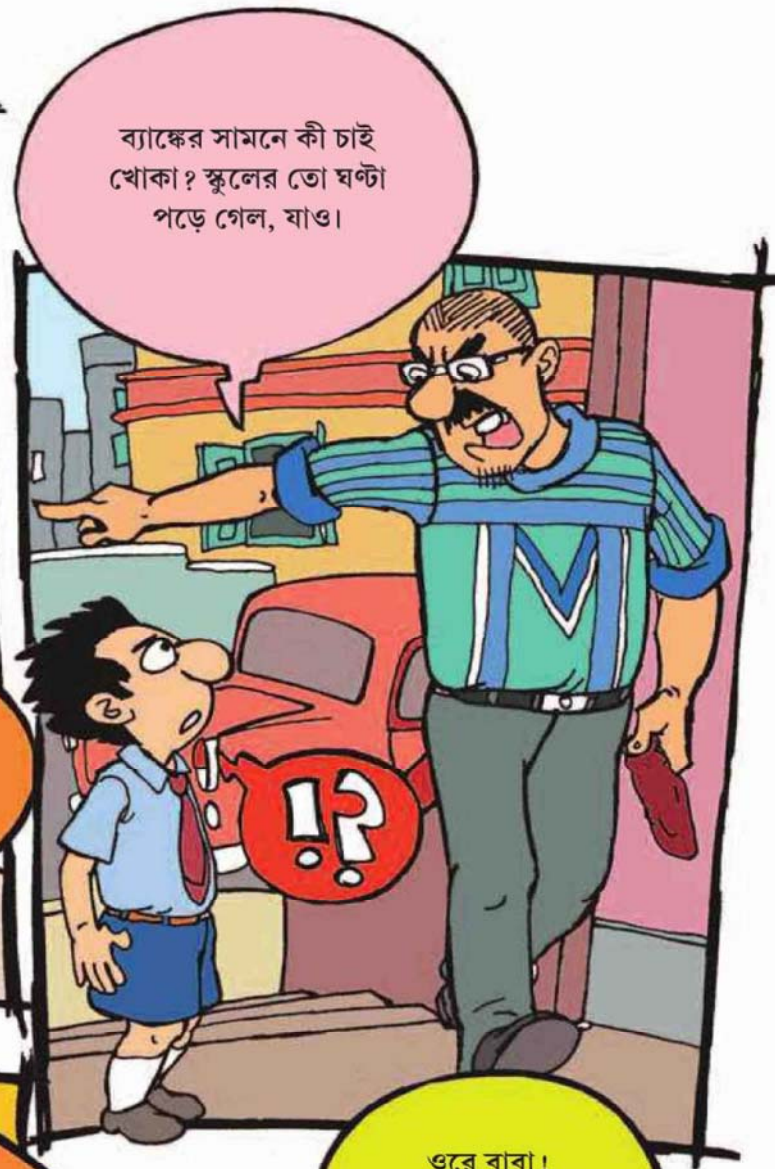
চাবিটা ঘোরাতেই বাসটা গর্জন করে এগিয়ে চলছে।

এই এ কী! বাসটা ওই দ্যাখো...

BANK OF BO

এই! বাসটা গিয়ারে আছে। এই কে? কে? সর্বনাশ!

প্রচন্ড স্পিডে গিয়ে ডাকাতদের জিপের পিছনে ধাক্কা মারে বাসটা।
গদাম
ধড়াম
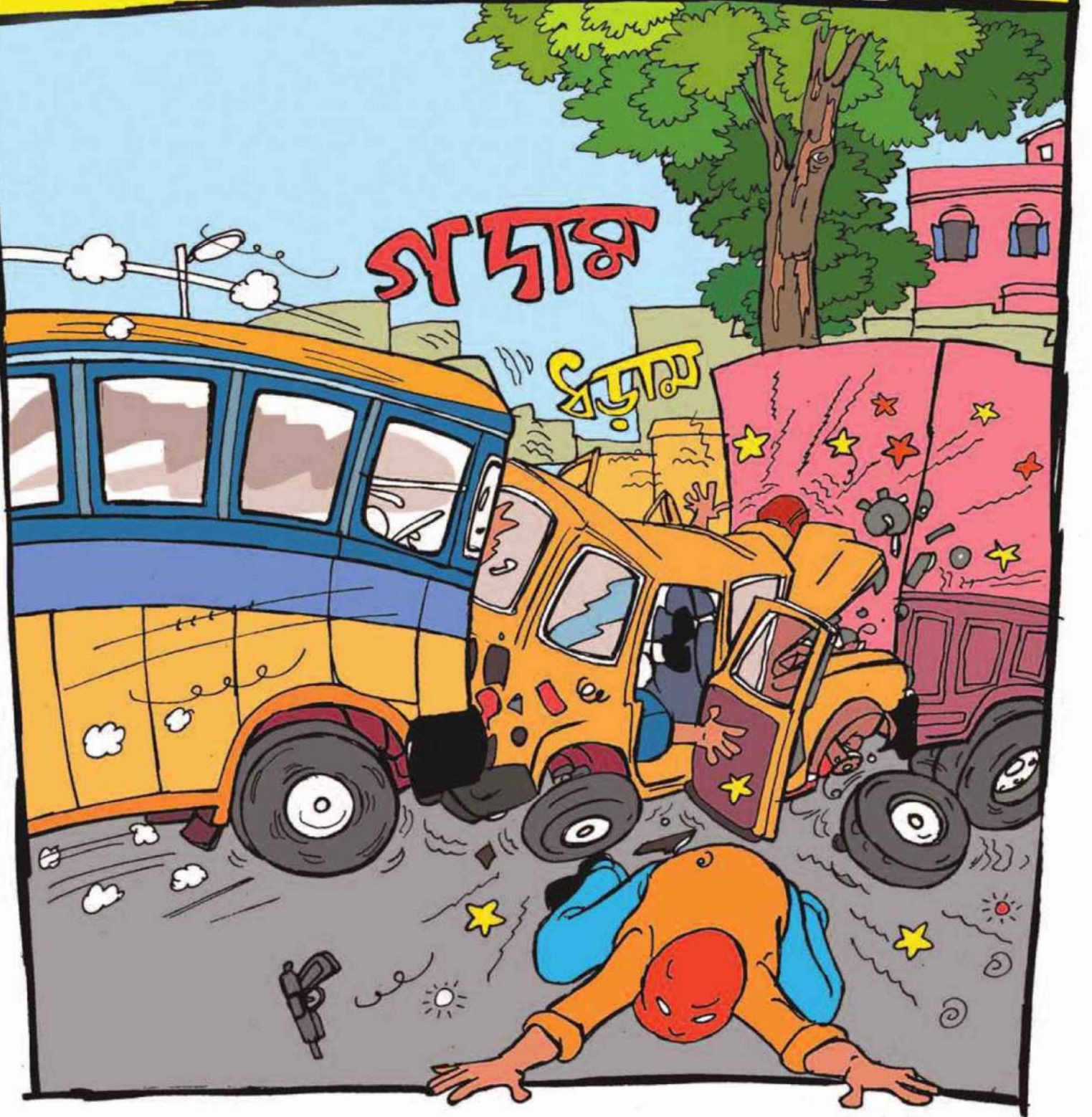
বাইরে কিসের শব্দ, বোমার?

মাথাটা জোর ঠুকে গিয়েছে।
ধাক্কা লেগে ব্যাটারা কাবু। পেটাও ব্যাটাদের।
আগে বেধড়ক মার, তারপর পুলিশে দেব।
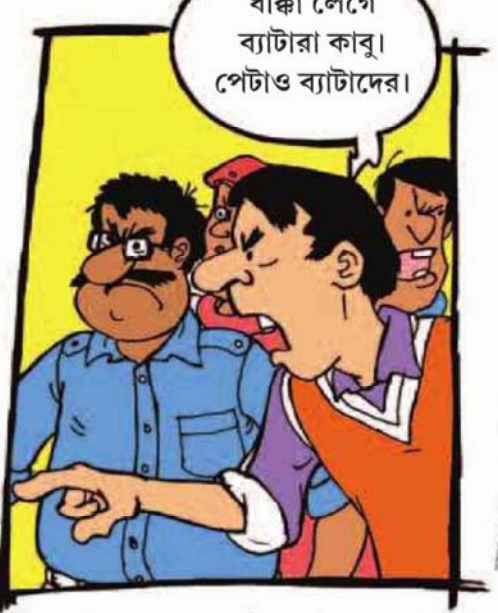
কিন্তু বাসটা চালিয়ে দিল কে? দেখি!
কলম্বাস তুমি!
সবাই খুব বকবে না?
বাহাদুর ছেলে!
তোমার মতো হিরের টুকরো ছেলেকে কে বকবে? আমি তাকে বকব!
পুলিশ এসে পৌঁছে গিয়েছে...
কিছুক্ষণের মধ্যে টিভির লোকেরা চলে এল।
কলম্বাস করেছে? বলো কী? হুররে!

ঘণ্টাখানেক পর।
ও দুষ্টুমি করে, তবে এমন একটা কাণ্ড করবে ভাবিনি কখনও।
আচ্ছা, টিভিতে কথা বলার সময় কাঁদছিলে কেন? তখন তো তোমার সঙ্গে বাবার ঝগড়া হয়নি ?
চোপ পাকা! আনন্দে কাঁদছিলাম বুঝলি!
আমি যদি অঙ্কে ১০০ পাই, তখন কাঁদবে?
সত্যিই যদি পাস, নিশ্চয়ই কাঁদব! বাঁদর কোথাকার!
নাঃ, এবার সত্যিই চেষ্টা করে দেখতে হবে!
সমাপ্ত